অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা ॥ ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
email: jatyabarta.jumma@gmail.com

নির্বাচিত উক্তি

"এ দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক মর্যাদার জন্য আমি জীবন দিতে রাজি আছি, কিন্তু তাদের জন্য আমি আমার 'বাঙালি' পরিচয় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। সেটা দেওয়া যায় না। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষও তা চাইবে না।"

- শহিদুল ইসলাম: জাতি, জাতীয়তাবাদ ও নাগরিকত্ব। কালের কণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০১০

বাধার মুখে বিভিন্ন স্থানে ইউপিডিএফ এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ঘোষণার দাবি

মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, কাউখালি, নান্যাচর, জুরাছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে সেনা-পুলিশের বাধার মুখে ২৩ আগস্ট ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে। সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

রাঙ্গামাটির নান্যাচরে ইউপিডিএফ-এর সহযোগী সংগঠনের সাত নেতাকর্মিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জোন সদর দপ্তরে আটক রাখে। সকাল থেকে সমাবেশ স্থলসহ পুরো নান্যাচর উপজেলা সদরে বিপুল সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়। কাউকে সেদিকে যেতে দেয়া হয়নি। সমাবেশে হামলার জন্য নান্যাচর বাজারে সেটলারদের জড়ো করে রাখা হয়েছে বলে গুজব ছড়ানো হয়। দুপুর আনুমানিক ১২:৩০ টার দিকে আর্মি ও পুলিশের একটি দল নান্যাচরের টিএন্ডটি এলাকায় অবস্থিত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর অফিসে ঢুকে তলাশি চালিয়েছে। আর্মি ও পুলিশ অফিস ঘিরে রেখেছে।

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা এক বিবৃতিতে ইউপিডিএফ-এর শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে বাধা দেয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি নান্যাচরে আটককৃত সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মিদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দিয়ে পররাষ্ট্র, মুদ্রা, দেশরা ও ভারী শিল্প ছাড়া বাকি সকল বিষয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এটা এখানকার জনগণের প্রাণের দাবি। এ জন্য সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে।

মানিকছড়ি

মানিকছড়ি ধর্মঘর এলাকার মানিকছড়ি কলেজ প্রাঙ্গনে মিছিল সমাবেশ করার কথা থাকলেও আর্মি পুলিশ সকাল থেকে সমাবেশের স্থান ঘিরে রাখে এবং লোকজনকে ঢুকতে বাধা দেয়। এছাড়া সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে আসার পথে আর্মিরা জালিয়া পাড়া, হাতিমুড়া, কালাপানি, পচ্ছাবিল, বড় পিলাক ও বাটনা এলাকায় গাড়ি আটকিয়ে জনগণকে মিছিল সমাবেশে আসতে বাধা প্রদান করে।

তারপরও কয়েকশ লোক পাঁয়ে হেঁটে এসে মানিকছড়ি সদরে মিছিল বের করতে গেলে আর্মি পুলিশ তাদেরকে ধর্মঘর এলাকায় আটকিয়ে রাখে। মিছিলটি রাস্তায় উঠতে চাইলে আর্মি ও পুলিশ বাধা প্রদান করে, ফলে ধর্মঘর এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মানিকছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক আপ্রু মার্মা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মার্মা এবং ইউনাইটেড ২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান ও কার্বারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত
৬ দফা ঘোষণা ও ১১ দফা দাবিনামা অনুমোদিত

"সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হোন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়ি জেলার সকল উপজেলার হেডম্যান ও কার্বারীদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ আগস্ট ২০১০ সকাল ১০ টায় খাগড়াছড়ি জেলার পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সম্মেলন শুরু হয়ে বিকাল ৫টায় শেষ হয়।

খাগড়াছড়ি হেডম্যান-কার্বারী সম্মেলনের ঘোষণা অনুমোদন করছেন প্রতিনিধিবৃন্দ।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ২৫৫ নং মাইসছড়ি মৌজার হেডম্যান স্বদেশ প্রীতি চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা ও খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিত বরণ চাকমা, একই স্কুলের সহকারী শিক্ষক বিথিসার খীসা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শান্তি জীবন চাকমা, দিঘীনালা হেডম্যান-কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি ও হেডম্যান দীপংকর দেওয়ান, মাইসছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান চাজাই মার্মা, পেরাছড়া ইউপি চেয়ারম্যান বিভাবসু দেওয়ান, দিঘীনালা কার্বারী এসোসিয়েশনের সদস্য কিমিত চাকমা, পানছড়ি ইউনিয়নের মেম্বার অনিল চন্দ্র চাকমা, লোগাং ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা, সমাজ সেবক ও ব্যবসায়ী ধীমান খীসা, খাগড়াছড়ি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি রবিশঙ্কর তালুকদার, মেরুং মৌজার হেডম্যান কমোদ বিকাশ রোয়াজা, দিঘীনালা ধনপাদা মৌজার হেডম্যান ও ইউপি সদস্য পোপাদেবী চাকমা, সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম গুচ্ছগ্রামের কার্বারী চিত্ত রঞ্জন চাকমা, দিঘীনালা থেকে যতীন বিকাশ কার্বারী, দিঘীনালা উপজেলার সমাজ সেবক ইন্দু বিকাশ চাকমা। ঘোষণা ও দাবিনামা পাঠ করেন খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রণিক ত্রিপুরা। সম্মেলন পরিচালনা করেন নরেন্দ্র কার্বারী।

বক্তারা সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান।

সম্মেলনে খাগড়াছড়ির সকল উপজেলা থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ সকলে হাত উঁচিয়ে সম্মেলনের ঘোষণা ও দাবিনামার প্রতি সমর্থন জানান। এছাড়া সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর উত্থাপিত সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়।

নান্যাচারে ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের ৪ নেতাকর্মি আটক

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর অন্তর্ভুক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৪ নেতাকর্মিকে ২৯ আগস্ট রবিবার রাতে নান্যাচার জোনের সেনা সদস্যরা আটক করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলায় ইউপিডিএফ এর শাখা অফিস থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর কলেজ শাখার সভাপতি বিনয়ন চাকমা, সদস্য টিটন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২য় পাতায় দেখুন

পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন করতে হবে

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সভাপতি প্রসিত খীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবি শঙ্কর চাকমা ২৮ আগস্ট সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন এই আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধনপূর্বক তা পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যা সমাধানের উপযোগী করতে হবে।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতৃদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ৭(৫) ধারাকে অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে বলেন, ২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়ি জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ২৩ আগস্ট বিকেল ৩.৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরে এক সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি নারানবিয়া এলাকা থেকে শুরু হয়ে স্বনির্ভর বাজার পর্যন্ত দু'বার ঘুরে এসে আবার স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী থেকে খাগড়াছড়ি প্রশাসন কর্তৃক সভা-সমাবেশের উপর জারি করা অবৈধ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এই প্রথম জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এই মিছিলে নেতৃত্ব দেয়।

বিক্ষোভ মিছিল থেকে সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সকল সংখ্যালঘু জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানানো হয়। এছাড়া অবিলম্বে খাগড়াছড়িতে সভা-সমাবেশের উপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারপূর্বক সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ঘোষণার দাবি

১ম পাতার পর

পিপল্‌স ডেমোক্রেটি ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর পক্ষ থেকে ধন চাকমা।

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) মোঃ আবুল হাশেম-এর সাথে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে ওসি আপ্রুসি মার্মাকে বলেন যে, তোমরা তো সরকার বিরোধী কাজ কর, কাজেই তোমাদেরকে মিছিল-মিটিং করতে দেয়া হবে না। জবাবে আপ্রুসি মার্মা বলেন, আমরা কিভাবে সরকার বিরোধী কর্মকান্ড করছি? মিছিল-মিটিং করাতো গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি চাওয়াটা কী তাহলে সরকার বিরোধী কাজ? এরপর ওসি কোন উত্তর প্রদান না করে অযৌক্তিকভাবে মিছিলে বাধা প্রদান করতে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, আর্মি পুলিশের সাথে সেনা-সৃষ্ট বোরখা পার্টির সন্ত্রাসী জাপান মার্মাসহ কয়েকজনকে দেখা গেছে। মিছিলে যোগদান করতে আসা কয়েকজন আর্মি ও পুলিশের ধাওয়া খেয়ে মানিকছড়ি বাজারের দিকে গেলে বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীরা তাদেরকে মারধর করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মাটিরাঙ্গা

মাটিরাঙ্গা সদরের দিকে গাড়িযোগে যাওয়ার পথে পুলিশ বাইল্যাছড়ি সাইনবোর্ড এলাকায় মিছিল ও সমাবেশের পাড়ি আটকিয়ে দেয়। মাটিরাঙ্গা সদরে মিছিলটি ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। পরে সেখানেই সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুবীর চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সহসভাপতি সবিনয় চাকমা।

নান্যাচর

নান্যাচরে সকাল থেকে আর্মিরা মিছিল ও সমাবেশের স্থান ঘিরে রাখে। সেখানে মিছিল ও সমাবেশের প্রস্তুতি নিতে গেলে সেনারা সকালে নান্যাচর জোনের সেনারা মোট ৭ জনকে জোনে আটকিয়ে রাখে। তাদের সারাদিন আটকিয়ে রাখার পর বিকেল আনুমানিক ৪.০০টার দিকে পিসিপির নান্যাচর থানা শাখার সদস্য ইথন চাকমা, চিকন মনি চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর শাখার সদস্য জ্ঞানদর্শী চাকমা ও জীবন চাকমাকে ছেড়ে দিলেও পিসিপি'র নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক বাবলু চাকমা ও কলেজ শাখার প্রাক্তন সভাপতি তাপুমনি চাকমাকে ছেড়ে না দিয়ে নান্যাচর থানায় হস্তান্তর করে। সেনারা তাদের তিন জনকে জোনে বেদম মারধর করে। পরে থানায় তাদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আটক দেখানো পর রাঙ্গামাটি জেলে পাঠানো হয়।

কাউখালী

কাউখালীতে মিছিল নিয়ে সদরের দিকে যাওয়ার সময় উপজেলার কাছাকাছি খাদ্যগুদাম এলাকায় পুলিশ মিছিলকারীদের আটকিয়ে দেয়। সেখানেই মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কাউখালী থানা ইউনিটের সংগঠনিক পুলক জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক প্রুশিংথোয়াই মার্মা, কেন্দ্রীয় সদস্য ঝন্টু চাকমা।

মহালছড়ি

টহলের নামে সেনা সদস্যদের হুমকিমূলক অবস্থান সত্ত্বেও মহালছড়িতে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি বাবুপাড়া থেকে শুরু হয়ে বাজার ঘুরে আবার বাবুপাড়ায় এসে শেষ হয়ে। পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী এতে কোন ধরনের বাধা দেয়নি। মিছিল শেষে বাবুপাড়ায় এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা নিমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা, মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক উষাময় চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি মিতু চাকমা।

পানছড়ি

পানছড়িতে দুপুর দেড়টার দিকে কলেজ গেট থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি পানছড়ি বাজারের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ কালানাল ব্রিজে আটকায়। এরপর অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পানছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক নিকোলাস চাকমা, পিসিপি পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সমীরণ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাদ্রী চাকমা।

লক্ষীছড়ি

পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বীকৃতির দাবিতে লক্ষীছড়িতেও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে সমাবেশটি মরাচেতে নতুন বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ শতাধিক লোকজন উপস্থিত হন।

নান্যাচরে আটক তিন নেতার

শেষ পাতার পর

পানছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে বিকাল ৪.০০টা নান্যাচরে আটক নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি কলেজ গেট থেকে শুরু হয়ে কালানাল ব্রিজ পার হলে পুলিশ সেখানে আটকে দেয়। পরে মিছিলটি পুনরায় কলেজ গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সমীরণ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাদ্রী চাকমা।

খাগড়াছড়ি সদর

নান্যাচরে আটককৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে বিকেল ৫টায় এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি জেলা সদরের মধুপুর থেকে বের হয়ে পানখাইয়া পাড়া ঘুরে আবার মধুপুরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক প্রুচিংথোয়াই মার্মা।

খবর: বাতায়ন চাকমা, দপ্তর সম্পাদক, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, খাগড়াছড়ি জেলা শাখা।

পানছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি ঘেরাও

পানছড়ি প্রতিনিধি: গত ১৯ আগস্ট রাত আনুমানিক ১১:৩০ টার সময় পানছড়ি সেনা জোন থেকে ১৪ জনের একদল সেনা জওয়ান খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার মানিক্যা পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৩টি বাড়ি ঘেরাও করে।

সেনারা এ সময় বাড়ির লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাত আনুমানিক ২টা পর্যন্ত তারা এ অভিযান চলে। যাদের বাড়ি ঘেরাও করা হয় তারা হলেন গ্রামের কার্বারী নবরাজ চাকমা, চিদোল ব্যবসায়ী আত্রে রাখাইন ও মৃগমনি চাকমা (৬৫)।

সেনারা বাড়ি ঘেরাও করার পর বাড়িতে থাকা সবাইকে বাড়ির বাইরে বের করে প্রায় ঘন্টাখানেক বসিয়ে রাখে এবং তাদের কাছ থেকে ইউপিডিএফ-এর কোন কমিটি আছে কিনা, ইউপিডিএফকে চাঁদা দিতে হয় কিনা, ইউপিডিএফ সদস্যরা সেখানে থাকে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন করে। তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব পেয়ে পরে সেনারা জোনে চলে যায়।

পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের

১ম পাতার পর

এতে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে তারা কমিশন সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান রাখার দাবি জানান।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ ভূমি কমিশন আইনে এছাড়া আরও কতিপয় সংশোধনী ও সংযোজনীর প্রস্তাব করেছেন, যেমন বিরোধীয় জমি যে মৌজা হেডম্যান ও যে গ্রামের কার্বারীর অধীনে অবস্থিত সে মৌজার হেডম্যান ও গ্রামের কার্বারীকে কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা; ভূমি বেদখলকারী সেটলাররা যাতে কমিশনে দরখাস্ত করতে না পারে তার বিধান রাখা, এজন্য ৬ নং ধারার (খ) উপধারার সাথে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পরই কেবল জরিপ কাজ চালানো এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদের শাসনামলসহ বিভিন্ন সময়ে সেটলারদেরকে দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্ত বাতিলের দাবি জানান।

বিবৃতি তারা আরও বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা ও সেটলার পুনর্বাসন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এজন্য ভূমি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ফৌজি শাসক জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসনামলে নিয়ে আসা সেটলারদেরকে দ্রুত সময়তে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

ভূমি জরিপ ও ভূমি কমিশনের বিতর্কিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হলে তা জনগণ মেনে নেবে না বলে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ সরকারকে সতর্ক করে দেন।

সূত্র: প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নান্যাচারে ইউপিডিএফ-ভুক্ত

১ম পাতার পর

আহ্বায়ক ও নান্যাচর জেলা শাখার সভাপতি যুথিকা চাকমা ও এইচডব্লিউএফ-এর শুভাকাঙ্ক্ষী যন্ত্রা চাকমা।

সন্ধ্যার পর থেকে রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত নান্যাচর জোনের কমান্ডার লেঃ কঃ মোঃ মিনহাজ-এর (২৪ বীর) নেতৃত্বে সেনারা টিএন্ডটিতে অবস্থিত ইউপিডিএফ-এর অফিস ঘেরাও করে রাখে। তাদের সাথে বহু সংখ্যক ভিডিপি সদস্যও ছিলেন। এ সময় উক্ত দুই সংগঠনের নেতাকর্মিরা প্রতিদিনের মতো সকাল থেকে অফিসে অবস্থান করছিলেন।

রাত সাড়ে দশটার দিকে সেনারা অফিসে ঢুকে উক্ত চারজনকে আটক করে জোনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদেরকে রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে নান্যাচর থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে রাঙ্গামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

আটকের সময় সেনারা তাদের কাছ থেকে একটি দেশী তৈরি বন্দুক ও একটি এলজি পাওয়া গেছে বলে ইউপিডিএফ কার্যালয়ের পাশের দোকানদার বাঙ্গাল্যা চাকমা ও অনিল কান্তি চাকমার কাছ থেকে জোর পূর্বক লিখিত সাক্ষ্য নিয়ে নেয়।

সেনারা ইউপিডিএফ অফিসে তালা লাগিয়ে দেয় ও ইউএনও'র অনুমতি ছাড়া যে খুলবে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুমকি দেয়।

ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তিদেব চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা এক যৌথ বিবৃতিতে তাদের চার নেতাকর্মিকে বিনা কারণে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

নান্যাচরে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দান, ইউপিডিএফের অফিসে তল্লাশি ও সাত পিসিপি নেতা-কর্মী আটক

নান্যাচর প্রতিনিধি: সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ইউনাইটেড পিপল্‌স-এর পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালনে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা বাধা দান করেছে এবং ইউপিডিএফ-এর অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে ও ইউপিডিএফ-ভুক্ত পিসিপির সাত নেতাকর্মীকে আটক করেছে।

গত ২৩ আগস্ট সকাল ৯টার দিকে নান্যাচর উপজেলা সদরে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল ও সমাবেশ করার জন্য পিসিপি'র নেতা-কর্মীরা সমাবেশ স্থলে যাচ্ছিলেন। এ সময় নান্যাচর জোনের একদল সেনা পিসিপি'র নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সাধারণ সম্পাদক বাবলু চাকমা, তাপুমনি চাকমা, জ্ঞান চাকমা, রিগেল চাকমা, মনি চাকমা ও ইটন চাকমাকে তাদের সাথে থাকা মাইক, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ আটক করে জোনে নিয়ে যায়।

সেখানে তাদের ওপর অমানুষিক শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এরপর দুপুর ১টার সময় নান্যাচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল হাই ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাকসহ ২০-২২ জনের সেনা-পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন কাউকে কিছু না বলে টিএন্ডটি এলাকায় অবস্থিত ইউপিডিএফ অফিস ঘেরাও করে এবং বিনা অনুমতিতে ঢুকে অফিসে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় তারা ক্যামেরা দিয়ে অফিসের চারদিক ছবি তোলে। সেনা ও পুলিশের দলটি তল্লাশির পর অফিসে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে ইউপিডিএফ-এর গঠনতন্ত্র ১ কপি এবং ১২ কপি হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পরিত্যক্ত কুপণ বই নিয়ে যায়। তারা অফিসে পিসিপি নেতা-কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।

পিসিপি নেতা-কর্মীদের সারাদিন জোনে আটক রাখার পর বিকেল ৪টা নাগাদ রিগেল, জ্ঞান, ইটন ও মনি চাকমাকে ছেড়ে দিলেও বিলাস চাকমা, বাবলু চাকমা ও তাপুমনি চাকমাকে শারিরীক নির্যাতন করে থানায় হস্তান্তর করে। পরে তাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে রাঙ্গামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। উক্ত পিসিপি'র তিন নেতা সেনাবাহিনীর নির্পীড়ন-নির্যাতন, হয়রানি ও বিভিন্ন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাই প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিয়ে এলাকায় নির্পীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষে সেনাবাহিনী কর্তৃক পিসিপি নেতা-কর্মীদের আটক করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছেন।

ইউপিডিএফ-ভুক্ত তিন গণতান্ত্রিক সংগঠনের যৌথ সম্মেলন

শেষ পাতার পর

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৪ নেতা-কর্মীকে বিনা কারণে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলা থেকে তিন সংগঠনের দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ সকলে হাত উঁচিয়ে ঘোষিত রাজনৈতিক প্রস্তাবনার প্রতি সমর্থন জানান। এছাড়া সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর উত্থাপিত সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান ও কার্বারী সম্মেলনের ঘোষণা ও দাবি

আমরা খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মৌজার হেডম্যান ও গ্রামের কার্বারীগণ আজ ২৭ আগষ্ট ২০১০ এক বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ঘোষণা ও দাবি অনুমোদন করছি।

ক. ভূমিকা

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ বর্তমানে দেশে সরকার পরিচালনা করছে। একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নিকট চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল। সঙ্গত কারণে এখানে এটাও বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্বে অর্থাৎ '৯৬ পূর্ব শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হবার আগেও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের প্রতিশ্রুতি ছিল। নির্বাচনী ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ দু'বারই বিপুলভাবে আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট দিয়েছে।

দ্বিতীয় বারের মত এই অপ্রত্যাশিত বিপুল বিজয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পুঞ্জিভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই সরকারের মেয়াদ এক বছর আট মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে, অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনটিই এখনো সমাধান করা হয়নি। উপরন্তু ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়িদের বেশ কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ও কমপক্ষে চারজনকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। বিগত সেনা-নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বেদখল হওয়া জমি ফেরত দেয়ার বদলে বিভিন্ন জায়গায় ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। নারী ধর্ষণ ও বেপরোয়া ধরপাকড়সহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ হয়নি। পাহাড়িদের জাতিসত্তা ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখনো মেলেনি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন করা হয়নি। ভূমি কমিশনের মাধ্যমে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার আশা দূরে থাক, অধিকন্তু পাহাড়িদের বংশপরম্পরার জমিতে পুনর্বাসিত সেটলারদের অধিকার ও মালিকানা স্থায়ী করার সব রকম তৎপরতা লক্ষণীয়। যা অত্যন্ত সঙ্গত কারণে আমাদের ব্যথিত ও শংকিত করে তুলছে। এটা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, সরকারের অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ডে আমরা আশ্বস্ত হতে পারছি না।

১৯৯৭ সালে 'পার্বত্য চুক্তির' মাধ্যমে সশস্ত্র আন্দোলনের অবসান হলেও "অপারেশন উত্তরণের" মাধ্যমে বলবৎ সেনা শাসন এখনো জারি আছে। দেশে-বিদেশে বহুল প্রচারিত এই 'পার্বত্য চুক্তি' আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার বাস্তবায়ন করেনি। অপরদিকে, দমন-পীড়ন ও ভূমি বেদখল অব্যাহত থাকলেও, সভা-সমাবেশ ও মিছিল মিটিংয়ের মতো নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। যা সেনা শাসনের কঠিন দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে বিতর্কিত র‍্যাব বাহিনী মোতায়েনের সরকারি সিদ্ধান্তের কথা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জেনে আমরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কে রয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল সেনা মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও (যার কোন প্রয়োজন নেই) উপর্যুপরি র‍্যাব মোতায়েনের চিন্তা-ভাবনা কোন মতেই ক্ষমতাসীন সরকারের সদইচ্ছার পরিচয় বহন করে না।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বেশী হুমকির সম্মুখীন। বিশেষতঃ ফেব্রুয়ারি মাসে খোদ খাগড়াছড়ি শহরে পাহাড়ি এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলার পর এই ধারণা পাহাড়িদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। অস্তিত্ব হুমকির এই ভীতির সুদূরপ্রসারি পরিণাম শুভ হবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সংহতির স্বার্থে দেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতি ও অস্তিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে সংকট নিরসন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে পাহাড়িদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী করে তাদের মনে সৃষ্ট ভীতি দূর করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দিতে হবে।

আশার কথা হলো, সরকার সংবিধান সংশোধনের জন্য গত ২১ জুলাই সংসদ উপনেতা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে প্রধান করে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। সরকার ও এই কমিটির কাছে পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. সাধারণ

আমরা -

১। ১৯ - ২০ ফেব্রুয়ারি সাজেকে ও ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি শহরের পাহাড়ি গ্রামে ও এলাকায় হামলা, খুন ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং হামলার দীর্ঘ ছয় মাস পরও তদন্ত কমিটি গঠন না করায় ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

২। মনে করি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের নীতি অনুসরণ করে চলেছে, যা জেলা পরিষদে ও উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিজের দলীয় লোকদের নিয়োগ, "অপারেশন উত্তরণ" নামে সেনা শাসন জারি রাখা, র‍্যাব বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতি ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছি, এবং এই কমিশনের মাধ্যমে পাহাড়ি ভূমি মালিকরা তাদের হারানো জমি ফিরে পাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছি, কারণ যে আইন বলে কমিশন গঠন করা হয়েছে সে আইন অপূর্ণতাত্ত্বিক, অসম্পূর্ণ ও কিছু ধারা চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক; এবং সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে একচেটিয়াভাবে দেয়া হয়েছে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখল, গোপনে বহিরাগত বাঙালিদের অনুপ্রবেশ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

৫। খাগড়াছড়িতে ২৩ ফেব্রুয়ারি সাম্প্রদায়িক হামলার পর জেলা প্রশাসন কর্তৃক গণতান্ত্রিক সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর নিন্দা জানাচ্ছি।

৬। সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ. দাবি

আমরা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরছি:

১। সংবিধানে পাহাড়ি জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

২। ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রদ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর অপূর্ণতাত্ত্বিক ধারা সংশোধন করা হোক এবং কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতার বিধান করা হোক;

খ. ভূমি বেদখলকারী বহিরাগত সেটলারদেরকে দেয়া ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে দরখাস্ত দাখিলের সুযোগ রদ করা হোক এবং তাদের দ্বারা ইতিমধ্যে দাখিল করা দরখাস্ত বাতিল করা হোক;

গ. সেটলারদের দাখিল করা দরখাস্তের ভিত্তিতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক পাহাড়ি ভূমি মালিকদের কাছে হয়রানিমূলক নোটিশ প্রেরণ বন্ধ করা হোক;

ঘ. দেশের প্রচলিত আদালতে যে সকল ভূমি বিরোধ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে অথবা নিষ্পত্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে সে সকল বিরোধ সম্পর্কে ভূমি কমিশন কর্তৃক নোটিশ জারি বন্ধ করা হোক;

ঙ. ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ৬(গ) ধারা মোতাবেক জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে এবং এর পরবর্তী সময়ে বহিরাগত সেটলারদের দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হোক।

চ. ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত প্রথা ও রীতিকে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ছ. সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান ও কার্বারীদেরকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে রাখতে হবে।

জ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত সেটলার কর্তৃক আর কোন পাহাড়ি জমি-জিটেবাড়ি যাতে বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের (সেটলারদের) নতুন বসত বাড়ি নির্মাণ ও নতুন কোন জমিতে চাষাবাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। পাহাড়িদের সাথে যাতে সংঘাত না হয় সে লক্ষ্যে, কৃষি ক্ষেত্র থেকে বিরত রেখে সেটলারদের অন্য পেশা এবং প্রয়োজনে সরকারি রেশন প্রদান অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

৩। ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বন্ধ করা হোক এবং বেদখলকৃত জমি পাহাড়ি ভূমি মালিকদের কাছে ফেরত দেয়া হোক।

খ. সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়া হোক।

৪। বহিরাগত সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে জীবিকার নিশ্চয়তাসহ সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হোক।

৫। ক. "অপারেশন উত্তরণের" মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে কি ধরনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ও এর পরিধি বা ব্যাপ্তি কি সে সম্পর্কে জনগণকে জানানো হোক।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও অপারেশন উত্তরণ বাতিল করা হোক;

গ. সেনা টহলের নামে পাহাড়িদের গ্রাম ঘেরাও, নিরীহ গ্রামবাসীদের হয়রানি-নির্যাতন বন্ধ করা হোক।

ঘ. সিভিল প্রশাসনে সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ কায়েম করা হোক।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা ধর্ষণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন বন্ধ করা হোক; এ যাবৎ ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের সাথে জড়িত সকল সেনা সদস্য ও সেটলারদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হোক।

৭। ক. ১৯ - ২০ ফেব্রুয়ারি সাজেকে ও ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি শহরে সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে এবং হামলায় ক্ষিপ্তদের যথাযথ ক্ষিপূরণ দিতে হবে।

খ. খাগড়াছড়িতে ২৩ ফেব্রুয়ারি সাম্প্রদায়িক হামলার পর সভা সমাবেশ ও মিছিলের ওপর প্রশাসনের জারি করা অবৈধ নিষেধাজ্ঞা বাতিল করতে হবে।

৮। ক. অবিলম্বে স্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন দিতে হবে।

খ. জেলা পরিষদে পুলিশ বিভাগসহ বাকি সকল বিষয় হস্তান্তর করতে হবে।

গ. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পাহাড়ি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে একটি মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠন করতে হবে।

ঘ. নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পাহাড়িদের গ্রামেও কমিউনিটি পুলিশ, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আনসার বাহিনী গঠনের বিধি পাস করতে হবে।

৯। ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রশাসনের উচ্চতম পদসমূহে (যেমন জেলা প্রশাসক, এসপি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ওসি ইত্যাদি) পাহাড়ি-বাঙালি আনুপাতিক হারে যোগ্য পাহাড়িদের নিয়োগ দিতে হবে।

খ. উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে পাহাড়িদের বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাহাড়িদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবত সংঘটিত সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ ও এই সকল গণহত্যাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এর সাথে জড়িতদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার করতে হবে।

১১। ক. হেডম্যান ও কার্বারীসহ বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে সেনা কর্মকর্তা-জওয়ানদের অশোভন অসৌজন্যমূলক আচরণ ও সকল ধরনের খবরদারি বন্ধ করতে হবে;

খ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সকল মিটিংয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলার সকল হেডম্যান ও কার্বারীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

গ. হেডম্যান ও কার্বারীদের দপ্তর সংরক্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. সংশ্লিষ্ট পাড়া কার্বারী ও নির্বাচিত ইউপি মেম্বারকে অবহিত না করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন সংস্থা যাতে কোন পাড়া বা কারো বাড়িতে তল্লাশী না চালায়, কাউকে শারীরিকভাবে মারধর, আটক বা সেনা ক্যাম্প-থানায় চালান না দেয় সে বিধান রাখতে হবে।

ঙ. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক সন্দেহজনকভাবে আটককৃত কাউকে কার্বারী ও নির্বাচিত ইউপি মেম্বারগণকে নিজ জিম্মায় সারিয়ে নেয়ার ক্ষমতা দিতে হবে।

সম্পাদকীয়

১মবর্ষ ॥ ৮মসংখ্যা ॥ ১ সেপ্টেম্বর২০১০

সেনা শাসন নবায়ন নয়, সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান জরুরি

দেশের অন্য দশটি জেলা ও অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিন্ন, এ ভূ-খণ্ডটির অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে, তার ভূ-প্রকৃতিও সমতল অঞ্চলের মত নয়, অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ও আলাদা-- তা লোকে ভুলতে বসেছে। তার বিপরীতে অহরহ প্রচার করা হচ্ছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, মোট আয়তনের এক দশমাংশ, লোক সংখ্যা মাত্র ১০ লাখ'। বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে প্রচারিত এ পরিসংখ্যান আর তথ্যের বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আরও তথ্য-ঘটনা পরম্পরা আছে, তা ক্ষমতাসীন চক্র কখনই সাধারণ মানুষকে জানতে দেয় নি। স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত জাতিসত্তাসমূহকে 'উপজাতি' হিসেবে চিত্রিত করে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধস্তন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে।

দীর্ঘকাল পরাধীন অবস্থা আর শাসকচক্রের সুচতুর প্রচারণার ফলে কারো কারো মধ্যে জাতিসত্তার পরিচয় নিয়েও রয়েছে এক ধরনের হীনমন্যতা, নিজ ভাষায় ভাব প্রকাশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে একশ্রেণীর লোক। নিজ জাতিসত্তার অবমাননা উপলব্ধি করার মত বোধশক্তি পর্যন্ত এক সময় ছিল না। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের পদলেহী একশ্রেণীর পাহাড়ি নিজেরাই 'উপজাতি' আখ্যায়িত হয়ে সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্য লাভ করতে পারলে জীবন সার্থক মনে করে। সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ক্ষমতাসীনদের উচ্ছিষ্ট লাভই হচ্ছে এ ধরনের লোকদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, আপন সমাজে এরা নিন্দিত ঘৃণিত জীব। সে কারণে দেখা যায়, জনগণের অধিকার আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করার মতলবে রঙ-বেরঙের প্রতিষ্ঠান (ভিন্ন নামে সরকারের বিশেষ সংস্থা) কর্তৃক আয়োজিত তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাহারি রকমের মেলায় ভাড়া খাটে নিপীড়িতদের মধ্যকার ধান্দাবাজরা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেই পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় অস্তিত্ব ও পরিচিতি সংকট প্রবল হয়েছে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথম সুযোগেই সংবিধান প্রণয়নের নামে তৎকালিন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শত বছরের রাজনৈতিক মর্যাদা নাকচ করে দেয়। উগ্র বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয় এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তার পরিচিতি অস্বীকার করে। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। '৫৬ ও '৬২ প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বকীয়তা স্বীকার করা হয়েছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে, তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগওয়ালারাও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা চেয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের একটি সাধারণ জেলায় পরিণত করতে। বলা চলে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগই মুসলিম লীগের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। '৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখই করেনি। আর এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাপারে কোন বিধানই রাখা হয়নি।

আওয়ামী লীগের মত নব্য ক্ষমতাধরদের নিকট ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য হচ্ছে নিপীড়িত বঞ্চিতদের সহায় হওয়া নয়, বরং তাদের ওপর চড়াও হওয়া। পাকিস্তান আমলে যেমনটি হয়েছিলেন কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরী (ফকা চৌধুরী)। আইয়ুব খানের চীন সফরের সময় একদিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি কলমের এক খোঁচায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের লুটেরা শাসকগোষ্ঠী ফকা চৌধুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতি ও সম্প্রদায়ের অধিকার পদদলিত করে চলেছে। তারা কখনও কলমের খোঁচায়, আবার কখনও বেয়নেটের খোঁচায় পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্তাক্ত করছে। বিষাক্ত ফণা তুলে ছোবল দেয়া তারা অব্যাহত রেখেছে।

সম্প্রতি ৩০ আগস্ট খাগড়াছড়িতে আহূত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলন শেষে বাড়ি ফেরার পথে বাস টার্মিনাল থেকে ৫ জন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা-কর্মীকে আটক ও থানায় চালান দেয়া, ২৯ আগস্ট নান্যাচর ইউপিডিএফ অফিসে হানা দিয়ে রাতে লে. কর্ণেল মিনহাজ্ব কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী যুথিকা সহ অপর ৪ জনকে অস্ত্র মামলা সাজিয়ে থানায় প্রেরণ, তার আগে ২৩ আগস্ট নান্যাচরে ইউপিডিএফ কর্তৃক আয়োজিত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলা চালিয়ে পিসিপি'র নেতা-কর্মীকে আটক ও মারধর --এসব কিসের আলামত? এটা কিসের লক্ষণ, দেশের এক অংশে সেনা শাসন পাকাপাকি করার মহড়া কিনা সেটা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

অত্যন্ত দেরীতে হলেও এবার আওয়ামী সংবিধান সংশোধনীর উদ্যোগ গ্রহণ করায় কিছুটা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমনে আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু অন্যায়ভাবে ধরপাকড়, সেনা খবরদারি আশি দশকের সেনা শাসনের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

দৃশ্যতঃ আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যেই সংবিধান সংশোধনের কাজে হাত দিয়েছে। ক্ষমতা সংহত করতে গেলে আগে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেটা তাদের মনে রাখতে হবে। জনগণের অধিকার হরণ করে নিজেরা ক্ষমতাবান হবার চিন্তা বাতুলতা মাত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিগত দু'শত বছরের অধিক রাজনৈতিক মর্যাদা অর্থাৎ পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবারের সংবিধানে স্থান পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। যদি আওয়ামী লীগ এবারও তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমনে এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগওয়ালাদের ভূত এখনও আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চেপে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব একে একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও এ অঞ্চলের জাতিসমূহের জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান করা যায় তা ততই সবার জন্য মঙ্গল হবে।

দিঘীনালা ও মারিশ্যায় সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় বক্তব্যের অংশ বিশেষ

দিঘীনালা

আলোচনার স্থান : শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়
তারিখ : ১৭ আগস্ট ২০১০: আলোচনায় উপস্থিতি সংখ্যা : ৪২ জন।
উপস্থিত ব্যক্তিদের মতামত/প্রস্তাবনা:

রিপন চাকমা (চয়ন)
১৪১ম (২)-এর ৩ নং লাইনে 'অঞ্চলে' শব্দটির পরিবর্তে 'অঞ্চলাধীন' হওয়া দরকার। মোটামুটি অন্যান্য বিষয়গুলি আমি সঠিক বলে মনে করি।

বিশ্বকল্যাণ চাকমা, চেয়ারম্যান, কবাখালী ইউপি
যে ব্যাপারে মিটিং আহ্বান করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুগপোযোগী হয়েছে। এটা অব্যাহত থাকলে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারবো। এভাবে এগুতে পারলে আমরা অভিষ্ট লক্ষে পৌছতে পারবো। এই সংশোধনীতে যে লাইনে যাওয়া উচিত সে লাইনে না এগিয়ে অন্য লাইনে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ এমপিদের কাজ ইউপিডিএফ-এর করতে হচ্ছে। পার্টি কর্তৃক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হলে সংবিধান সম্পর্কে বোঝা সম্ভব নয়। আমি মনে করি এই খসড়া আমাদের স্বার্থের বাইরে যাবে না। ইউপিডিএফ-এর দাবী মানে আমাদের দাবী।

যতীন বিকাশ চাকমা, সভাপতি, কার্বারী এসোসিয়েশন
আজকের আলোচনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হচ্ছে এবং আজকের আলোচনায় নতুনত্ব আছে। যারা জাতীয় স্বার্থে সংগ্রাম করে তাদের অবশ্যই স্বাগত জানাই। জাতীয় স্বার্থে সবাইকে এক হতে হবে। মিটিং -এর চিঠি পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। পার্টির পক্ষ থেকে এভাবে মতামত চাওয়া খুবই ভালো। আমাদের ঐতিহ্য যাতে রক্ষা হয় এ ব্যাপারে খসড়াতে কিছু একটা রাখা দরকার। প্রথাগত আইনকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক পার্টিতে নতুনত্ব থাকতে হবে। ইউপিডিএফ-এর আজকের মিটিং নতুনত্ব।

সুস্মৃতি চাকমা, অফিস সহকারী, দিঘীনালা কলেজ
সংবিধান বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ গুণ দরকার। পার্টি কর্তৃক যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে তা বিশিষ্ট মুরুব্বীদের সাথেও আলোচনা করা দরকার। যেমন- রাজা বাবুসহ আলোচনা করা দরকার। তবে আমরা কম জানলেও আমাদের সাথেও আলোচনা করা দরকার। প্রথাগত জিনিষটা আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। পার্টি কর্তৃক এই মত বিনিময় সভাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

নরেন্দু কার্বারী, সম্পাদক, কার্বারী এসোসিয়েশন
প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা শব্দটি থাকা দরকার। আজকের মিটিং আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ৩ জন এমপি কোন কথা বলে না সংসদে। যারা আন্দোলনে জড়িত আছে তাদের থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। আজকের এই খসড়া প্রস্তাবনা জাতীয় দলিল হিসেবে থাকবে। অন্যান্য সংগঠন থেকেও এ রকম খসড়া প্রস্তুত করা দরকার। আগে ভাগে যদি জনগণকে এভাবে বুঝানো হতো তাহলে আমরা আরো অনেক সুবিধার মধ্যে থাকতাম।

নতুন মায়া চাকমা, কাঠালতলী
তোমরা আমার ছেলের মত হবে। এভাবে মিটিং করার জন্য ধন্যবাদ। যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে আমরা খুশী।

সুসময় চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, হেডম্যান-কার্বারী কল্যাণ সমিতি
সংবিধান বিষয়ে আলোচনা হয় সংসদে। তারপরও ইউপিডিএফ কর্তৃক এখানে যে সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার জন্য খুবই খুশী। সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা/ধারণা থাকতে হয়। ইউপিডিএফ কর্তৃক খসড়া প্রস্তাব খারাপ নয়। সবগুলিই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

আলোচনার স্থান : বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয়

তারিখ : ১৮ আগস্ট ২০১০: আলোচনায় উপস্থিতি সংখ্যা : ৮৩ জন।
উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত মতামত/প্রস্তাবনা:

পরিতোষ চাকমা, চেয়ারম্যান, বাবুছড়া ইউপি
যে জাতি একটু ভয় দেখালে পালিয়ে যায় সেখানে এখন আমরা এতবড় একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। এই উদ্যোগটা অত্যন্ত যুগপোযোগী। গোটা জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হউক।

আনন্দ মোহন চাকমা (শিক্ষক) বাঘাইছড়ি দোর
এ প্রস্তাবনা খুবই সঠিক হয়েছে এবং যথাস্থানে পৌছবে। খসড়া আমার মতে সঠিক হয়েছে। কিছু দিন আগে রূপায়ন দেওয়ান (জেএসএস) স্বীকার করেছেন যে, গত সংসদ নির্বাচনে আমাদের (জেএসএস) আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে বলাটা ভুল হয়েছে। মি. দেওয়ান নাকি গত সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ৪টি বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারের মধ্যে আওয়ামী লীগের ইস্তেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন।

জ্যোতির্ময় চাকমা (অবঃ শিক্ষক) বাবুছড়া
সংবিধান একটি দেশের দলিল। এ দলিলে একটি দেশের জাতি/গোষ্ঠি/গোত্রদের নিরাপদে বসবাস করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংবিধান একটি ব্যাপক বিষয়। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়া সহজ নয়। ইউপিডিএফ-এর হাল ধরে জাতিকে কিভাবে এগিয়ে নেবে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

আর্যমিত্র চাকমা (হেডম্যান) বাবুছড়া
খসড়া প্রস্তাব আগে ভালোভাবে পড়ে মতামত দেয়া হবে।

বিপুলেশ্বর চাকমা, প্রধান শিক্ষক, বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয়
আজকে যারা এখানে উপস্থিত তারা কম বেশী (ইউপিডিএফ-কে) সহযোগিতা দিয়ে আসছি। ভালোভাবে খসড়া প্রস্তাব পড়ে মত দেয়া হবে। আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, ইউপিডিএফ এ রকম একটা মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খসড়া প্রস্তাব ইতিহাস হয়ে থাকুক। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুক। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন যে দুর্গতি (তা সত্ত্বেও) ভবিষ্যতে যে শান্তি আসবেনা তা নয়।

প্রজ্ঞান জ্যোতি চাকমা, বাঘাইছড়ি
আজকের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ। ইউপিডিএফ-এর নীতি কৌশল মডেল হিসেবে থাকবে। উপযুক্ত সময়ে সরকারের নিকট খসড়া পেশ করতে যাচ্ছে এবং খসড়া প্রস্তাব সঠিক বলে মনে করছি।

গোপাদেবী চাকমা, হেডম্যান, ধনপাতা মৌজা ও সদস্য বাবুছড়া ইউপি
ইউপিডিএফ নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা না করে জাতির জন্য কাজ করছে। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। ইউপিডিএফকে সহযোগিতা দিতে হবে। একযোগে সহযোগিতা না দিলে তারাও এগিয়ে যেতে পারবে না। এভাবে সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করাটা খুবই ভালো হচ্ছে এবং আমরাও কিছু জানতে পারলাম।

শশীন্দ্র ত্রিপুরা, কাটারুং
সংবিধান বিষয়ে ইউপিডিএফ যা বলে তা আমরা মানবো।

চলবে ....

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির ওপর মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামার বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে জনগণের সাথে পার্টি কমিটির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সব সভায় সর্বস্তরের জনগণ অংশ নেন ও উক্ত খসড়া দাবির প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। নিচে কয়েকটি এলাকায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় আলোচকদের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হল।

মহালছড়ি উপজেলা

১৬ আগস্ট ২০১০ রোজ সোমবার সকাল ৮:৩০টায় সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামা সম্পর্কে পূর্ব মানিকছড়ি পাড়াবাসীদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাড়ার কার্বারী স্বাধীনজয় চাকমা। সভা পরিচালনা করেন সন্তোষ ময় চাকমা। সভায় পার্টির পক্ষ থেকে আলোচক ছিলেন অংসাচিং। আলোচনা সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ৫০ জনের মতো।

সন্তোষ ময় চাকমা আলোচনা সভায় উপস্থিত সকলকে নমস্কার এবং সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা সভা শুরু করেন। অংসাচিং পার্টির খসড়া দাবি পড়ে শোনান এবং ব্যাখ্যা দেন। এরপর তিনি উক্ত খসড়া দাবির উপর উপস্থিত সকলকে মতামত, পরামর্শ, সংযোজন কিংবা বিয়োজন থাকলে তা খোলামেলাভাবে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই পার্টির খসড়া দাবির সাথে একমত পোষণ করেন।

শান্তি বিলাস চাকমা

ব্রিটিশ আমল হতে পাকিস্তান আর পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র, সরকার বা শাসকগোষ্ঠি আমাদের জাতিসত্তাগুলোর সাথে প্রতারণা করেছে। উপজাতি, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ইত্যাদি শুনে আজ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত। আমার পরামর্শ এই– খসড়া দাবিতে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তার' পরিবর্তে 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তা' দিলে ভালো হবে। সংবিধানে আমাদের জাতিসত্তার স্বীকৃতি চাই। পার্টির দাবির সাথে আমি একমত।

সন্তোষ ময় চাকমা, সাবেক জেএসএস সদস্য

ইউপিডিএফ রাজনৈতিক কার্যক্রমে অগ্রসর। আর অন্যদিকে জেএসএস-এর অবস্থান খুবই নড়বড়ে। তাদের মধ্যে কলহের কারণে তারা নিজেরাই সংঘাতে লিপ্ত। দেশ, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ অগ্রসর হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করতে হবে। জেএসএস জনগণের জন্য দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরবে কি ধরবে না এটা তাদের ব্যাপার। ইউপিডিএফ-এর দাবির সাথে আমি একমত। কেননা, এই দাবি জনগণের দাবি। খসড়া দাবির কপিটা পড়ে আমি সাদা কাগজে লিখিতভাবে আমার মতামত দিয়েছি।

মতামত : পার্বত্য চট্টগ্রামকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি ব্যতিরেকে এ অঞ্চলে বাংলাদেশের অপরাপর অন্যান্য অঞ্চলের কোন সমতলবাসীকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি প্রদান না করা।

সুমন চাকমা

ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির সাথে আমি একমত। খসড়া দাবিটা নিজেদের জাতিসত্তা বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা..... উল্লেখ থাকায় ভালো হয়েছে। 'ক্ষুদ্র' পরিবর্তে 'সংখ্যালঘু' দিলে সুবিধা হবে। সংবিধান বিষয়ে আমার এত ধারণা নেই।

নতবরণ চাকমা

'উপজাতি' শব্দটা শাসকগোষ্ঠিরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন একটু ভালো লাগে আদিবাসী দেয়ার ফলে। যেহেতু আমরা যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করে আসছি। চাকমা রাজা বলেছেন আমাদের জাতিসত্তা টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের নিজেদেরকে আদিবাসী দাবি করা। আজ পার্টির খসড়া দাবির কপিতে আমাদের নিজ নিজ জাতিসত্তা উল্লেখ থাকায় এটা আরো সুবিধা হয়েছে।

করল্যাছড়ি মুখ পাড়া

১৭ আগস্ট রোজ মঙ্গলবার বিকাল ২টার সময় সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির ওপর করল্যাছড়ি মুখ পাড়ায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে করল্যাছড়ি মুখ পাড়া, করল্যাছড়ি ভিতর পাড়া, যাদুকানালা, পূর্ব ক্যায়াংঘাট, সাতঘরিয়া এবং দাবাফাদা মোরঙ পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এতে পার্টির প্রতিনিধি আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ৬০ জন।

পুষ্পানন্দ চাকমা, কার্বারী, যাদুগা নালা

খসড়ায় ২ নাম্বারে "যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে' এখানে স্থায়ী বাসিন্দা/অস্থায়ী বাসিন্দার ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার হলে সুবিধা হবে। আর সেটলার বাঙালীদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি দিলে সমস্যা হবে। সেটলার বাঙালীরা ভোটার হওয়ায় তারাও কি স্থায়ী বাসিন্দা হবে কিনা? পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত।

কামিনী, কার্বারী, ক্যায়াংঘাট (তবলছড়ি)

সংবিধান বিষয়ে সবাই যে বুঝবে তা নয়। পার্টি কর্মীরাও যে সবাই জানে তাও নয়। অন্যদিকে চাষীরাও যে জানবে তাও নয়। আর এ বিষয়ে যারা জানবে বা বুঝবে তারা বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে পরামর্শ বা মতামত দিবেন। তবে পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

কুসুম শংকর চাকমা, করল্যাছড়ি

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফের দাবি পেশ করতে যাচ্ছে শুনে খুশি হয়েছি। এ বিষয়ে মতামত নেয়ায় ইউপিডিএফ জাতি ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ড. কামাল হোসেনরা সংবিধান রচনার সময় আমাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের পাশ কাটিয়ে সংবিধান রচনা করেন। তখনকার সময় সংবিধান রচনা করার পূর্বে সংবিধান রচনার জন্য জনগণের মতামত নেয়া হয়নি। তখনকার সময় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল। আমি পার্টির খসড়া দাবির সাথে একমত।

রিখন চাকমা, ক্যায়াংঘাট

সরকারের নিকট পার্টি যে দাবি করতে যাচ্ছে এ দাবির সাথে আমি একমত। দাবিটাকে আমি সমর্থন করি।

স্বায়িত চাকমা (তালুকদার)

রিখনের মতো পার্টির দাবির সাথে আমিও একমত পোষণ করছি।

সমীরণ চাকমা, যাদুপানালা

পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত। তবে স্থায়ী বাসিন্দার বেলায় পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকলে সুবিধা হতো। কারণ সেটলার বাঙালীদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি দিলে আমাদের সমস্যা হবে।

নিহার বিন্দু চাকমা, হেডম্যান, করল্যাছড়ি

পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত। অন্যান্য পার্টি জনগণের স্বার্থে দাবি করবে কি করবে না সেটা তাদের ব্যাপার। জনগণের স্বার্থে যারা এগিয়ে যাবে তাদেরকে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করবো, সমর্থন করবো।

সুকেতন চাকমা, করল্যাছড়ি

খসড়ার ২ নাম্বারে প্রথম ভাগে ২ক অনুচ্ছেদ প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম এটা বাদ দিতে হবে। ৩ নাম্বারে ৪৫টি ক্ষুদ্র ভাষাভাষিকে এক ভাষায় নাম দেয়া অর্থাৎ বৈসাবি'র মতো। উপজাতি বা আদিবাসী বাদ দিয়ে যেমন- আদি চাকমা, আদি মার্মা, আদি ত্রিপুরা...ইত্যাদি দিলে কেমন হয়।

বিমল কান্তি চাকমা, প্রাক্তন শিক্ষক, ক্যায়াংঘাট (তবলছড়ি)

সংবিধানে আমাদের 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তা' উল্লেখ থাকা দরকার। সংবিধানে আমাদের 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তা' উল্লেখ না থাকায় আজ আমাদের এ অবস্থা। পার্টির খসড়া দাবির উপর আমার মতামত এই– 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী' পরিবর্তে 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তার অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী' দিলে আমার মতে উত্তম হবে। যেমন- ক্ষুদ্র মানে ছোট/চিকন। আমরা সংখ্যার দিক দিয়ে কম হতে পারি, আমাদের সবকিছু আছে। তবে আমরা ক্ষুদ্র/ছোট/চিকন নই। আমরা কম হওয়ায় সংখ্যালঘু হতে পারি। শাসকগোষ্ঠির কোন পার্টি আমাদের জন্য সুবিধের নয়। জাতীয় পার্টি হোক, বিএনপি হোক, আওয়ামী লীগ হোক, আমাদেরকে চিরতরে বিলুপ্ত করার জন্য তাদের কৌশল এক এবং অভিন্ন।

আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আজ আমাদের চতুর্দিকে ভূমি বেদখল হচ্ছে। অতীতে আমাদের নেতাদের ভুলের কারণে মহালছড়ি, মাইসছড়ি, থাগড়াছড়ি, সাজেক ঘটনাসহ বিভিন্নভাবে ভূমি বেদখলের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি।

পার্টির নিকট সংবিধান বিষয়ে মতামত ছাড়াও কিছু বিষয়ে তুলে ধরবো। যেমন বিচার-আচারের বেলায় সমাজের মুরুব্বীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে সুবিধা হবে। আর পার্টির খসড়া দাবির উপর নিজ নিজ জাতিসত্তার স্বীকৃতির দাবি উল্লেখ থাকায় আরো ভালো হয়েছে।

দুরপর্য্যানালা জুনিয়র হাইস্কুল

১৮ আগস্ট বুধবার বিকাল ২টার সময় পার্টির খসড়া দাবির বিষয়ে দুরপর্য্যানালা জুনিয়র হাইস্কুলে পাহাড়তলী, ভুয়াটেক, রাজারজন পাড়া, বসন্ত পাড়া, কালাচান পাড়া, চব্বিশ মাইল, দুরপর্য্যানাল, হাজাছড়া, হেমন্ত পাড়া, উত্তর কেঙেলছড়ি পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টি প্রতিনিধি অংসাচিং। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি সর্বানন্দ চাকমা। আলোচনা সভায় পার্টির খসড়া দাবির কপি পড়ে শোনানো হয় এবং ব্যাখ্যা করার পর খোলামেলাভাবে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ৬০ জন। সভায় উপস্থিত প্রায় সবাই পার্টির খসড়া দাবিনামার প্রতি একমত পোষণ করেন। নিম্নে বক্তব্য প্রদানকারী কয়েজনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

সনজিৎ বরণ খীসা

তিন পার্বত্য জেলায় ৩টি সংসদীয় আসনের সাথে ১টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখা গেলে সুবিধা হবে। সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত।

সুমতি বিকাশ কার্বারী

পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত আছি। যেহেতু এই দাবিটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের আলোচনা সভায় আমার মতামত হলো- ' তিন জেলার ৩টি সংসদীয় আসনের সাথে ১টি সংরক্ষিত মহিলা আসন দরকার।

কনকাম্বু বিকাশ খীসা

তিন জেলায় ৩টি সংসদীয় আসনের সাথে ১টি মহিলা আসন দরকার। আমরা নির্দিষ্টভাবে এখনো পর্যন্ত জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে পারি না। আমরা আগে নিজেকে উপজাতি দাবি করতাম। আর এখন আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা। এই সব আমাদের ঠিক হওয়া দরকার।

সুশীল জীবন চাকমা

পার্টির খসড়া দাবির কপিতে ২ নাম্বরে আছে 'যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে'। এখানে 'স্থায়ী বাসিন্দা' বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্থায়ী বাসিন্দা বলতে সেটলার বাঙালী হবে কিনা? তারা তো এখানে এসে বিভিন্ন নির্বাচনে ভোট দিতেছে। আমার মতে ১৯৭৭ সাল হতে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকে অস্থায়ী ধরতে হবে। (তার বক্তব্যের পর আরো কয়েকজন ১৯৭২ সাল হতে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকেও অস্থায়ী ধরতে হবে বলে মতামত দেন)।

জ্ঞান চাকমা, চেয়ারম্যান, মহালছড়ি ইউপি

পার্টি সরকারের নিকট যে দাবিটা তুলে ধরতে যাচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে পার্টি যে দাবিটা তুলে ধরছে তা জাতির জন্য সুবিধা হবে। এখানে দাবির মধ্যে ২ নাম্বারে স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে তা আরো পরিষ্কার হলে সুবিধা হতো। বহিরাগত বাঙালীরা স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি পেলে সকলের জন্য সমস্যা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্টি তিনভাগে বিভক্ত। এই তিন পার্টি একত্রিত হলে সকলের জন্য মঙ্গল হতো।

মানিক চাকমা, ইউপি মেম্বার

সরকারের সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পার্টি যে দাবিটা তুলে ধরতে যাচ্ছে তা জনগণের দাবি। দাবিটা তুলে ধরার কারণে পার্টিকে জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দাবিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দাবি তুলে ধরার এখন গুরুত্বপূর্ণ সময়। পার্টি ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করছে। পার্টি সরকারের কাছে যে দাবিটা তুলে ধরতে যাচ্ছে সেগুলি সব পাব তা নয়। দাবি তুলে ধরা আমাদের জন্য জরুরি দিক। আমার মতামত হলো- 'তিন জেলায় ৩টি সংসদীয় আসনের সাথে সংরক্ষিত মহিলা আসন ১টি যোগ করলে সুবিধা হবে। 'স্থায়ী বাসিন্দা' বেলায় একটু পরিষ্কার হলে সুবিধা হবে। পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত আছি।

উগুদোছড়ি চেয়ারম্যান-এর বাড়ি

১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকাল ২:৩০ টার সময় পার্টির সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামার ওপর উগুদোছড়ি চেয়ারম্যান পাড়ার চেয়ারম্যান-এর বাড়িতে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি প্রতিনিধি অংসাচিং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কলাবন্যা, উল্টাছড়ি মধ্যম পাড়া, চেয়ারম্যান পাড়া, ঘাটঘর পাড়া এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সর্বানন্দ চাকমা (গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম)।

সভায় খসড়া দাবিনামা পড়ে শোনানো হয় এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ২০ জন। মিটিঙে উপস্থিত প্রায় সকলেই পার্টির খসড়া দাবির প্রতি একমত পোষণ করেন।

বিশ্বজিৎ চাকমা, চেয়ারম্যান, ক্যায়াংঘাট ইউপি

পার্টির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত। আমার মতে সব্জ গ্রুপ, সংস্কারপন্থী জেএসএসদের সাথে পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ হলে সুবিধা হবে। আমরা ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

১ম বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা ॥ ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির ওপর মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

৫ম পাতার পর

আদিবাসীও নই, উপজাতিও নই, তাহলে কি হবো? কি হিসাবে আমাদের পরিচয় হবে?

অংসোচিং

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সংবিধান সংশোধনী কমিটির নিকট দাবি তুলে ধরা এখন উপযুক্ত সময়। জেএসএস (সন্তু), জেএসএস (লারমা) তারা সরকারের নিকট দাবি তুলে ধরবে কি ধরবে না এটা তাদের ব্যাপার। বৃহত্তর স্বার্থে এই সময়ে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে সবার জন্য মঙ্গল হতো। আমরা তো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য আগে থেকে তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে আসছি। প্রয়োজনে পার্টি ছাড় দিয়ে হলেও ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত। প্রয়োজন আমরা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যা যা সহযোগিতা করার প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত। বরং সন্তু লারমা এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে আমাদের পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছেন।

আদিবাসী বা উপজাতি বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমার বক্তব্যে তুলে ধরেছিলাম। আমরা অতীতে স্বাধীন রাজ্যের নাগরিক ছিলাম। আমরা সংগ্রামী জাতি হয়ে আজ নিজেরাই নিজের জাতিসত্তা পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে! সংখ্যার দিক দিয়ে আমরা কম হতে পারি। বাঙালীরা যেমন জাতি তেমনি আমরাও চাকমা জাতি, মারমা জাতি, ত্রিপুরা জাতি ইত্যাদি। বাঙালীদের যা যা আছে তেমনি আমাদেরও আছে। তাই আমাদের পার্টি নিজ নিজ জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি চায়।

সুব্রত বিহার চাকমা

আমাদের মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ভারত, চীন, বার্মাতেও আছে। তাদেরকে কি বলে? তারাও তো আমাদের মতো।

বিরবল চাকমা,

উপজাতি, আদিবাসী কোনটা ঠিক হবে?

পোবাংসু চাকমা

উপজাতি, আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কোনটি ঠিক হবে? কথাটা ভাঙা পয়সার মতো। ভাঙা পয়সা যেটা যেটা চলবে সেটা চলবে, আর যেটা চলবে না সেটা পড়ে থাকবে। অনুরূপভাবে জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে যারা অগ্রসর হবে তারাই রাজনীতিতে থাকবে।

পবন বিকাশ চাকমা, ঘটিথর পাড়া

ইউপিডিএফ আজ জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে চিন্তা করে সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে জাতির পক্ষ থেকে দাবি তুলে ধরছে। আর অন্যদিকে সন্তু লারমা সংবাদ সম্মেলন বা বিভিন্ন মিটিংএ ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবি করছে। ইউপিডিএফ-এর উপর কোন প্রকার ঝড়, বাতাস আসলে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তারা (জেএসএস) যদি চুক্তি জনগণের মতামত নিয়ে করতো আজ আমাদের এ অবস্থা হতো না। আমাদের আজ এ দুরাবস্থা হতো না। পাটির খসড়া দাবির সাথে আমি একমত।

মাষ্টার পাড়া ইউনিসেফ স্কুল

২০ আগস্ট শুক্রবার বিকাল ২.০০টায় মাষ্টার পাড়া ইউনিসেফ স্কুলে পথা পাড়া, পাইশে মহাজন পাড়া, পচাই কার্বারী পাড়া, সাউপ্রু কার্বারী পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অংসোচিং। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের জেলা সভাপতি রেমিন চাকমা। মিটিঙের আলোচ্য সূচী ছিল ১। সার্বিক পরিস্থিতি ২। সামাজিক শৃঙ্খলা ৩। সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে। ৪। বিবিধ (তামাক চাষ, পরিবেশ, ভূমি)। আলোচনা সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ৫৫ জন।

প্রথমে সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পার্টির খসড়া দাবিনামা পড়ে শোনানো হয় এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এ দাবির আলোকে মতামত/প্রস্তাবনা/ পরামর্শ প্রদানের জন্য জনগণকে অনুরোধ জানানো হয়। কয়েক জনের বক্তব্য:

মংতো মারমা, প্রাক্তন মেম্বার, সাউপ্রু কার্বারী পাড়া

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটা বই। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এ বই প্রয়োজন। পার্টি চালাতে যে গঠনতন্ত্র দরকার অনুরূপভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধানও তাই। সংবিধানে আমাদের জাতিসত্তার অধিকার না থাকায় আজ আমাদের এই অবস্থা। সংবিধানে আমাদের জাতিসত্তার স্বীকৃতি দরকার। না হলে ভবিষ্যতে যে কোন সময় আমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবো। এ জন্য শাসকগোষ্ঠি সংবিধান রচনার সময় আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে সংবিধান রচনা করেন।

আদিবাসী বিষয়ে খাগড়াছড়িতে গতবারে রাজা দেবাশীষ রায়ের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। তার কথায় আমরা আদিকাল হতে এখানে বসবাস করে আসছি, সেহেতু আমরা আদিবাসী। চাকমা রাজার মতো আমরা ব্যারিষ্টার পাশ নয়। তিনি তো এ বিষয়ে আরো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে জানেন। যুক্তি দিতে পারেন। আমরা তো সবাই বৈঠকে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি। নেতারা যা কিছু বলেন আমরা তা বিশ্বাস করি। পার্টি কর্মীরা সংবিধান বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছে তাদের বক্তব্য বা দাবির সাথে আমি একমত।

আমাদের মারমা সমাজ ব্যবস্থা আজ ভঙ্গুর অবস্থা প্রায়। সমাজ ব্যবস্থাকে ঠিক করতে হলে পার্টি, পাড়া মুরুব্বী এবং যুবকেরা মিলে ভূমিকা পালন করতে হবে। এখানে আমরা সবাই যদি সমন্বিতভাবে কাজ করি তাহলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। আজই যুব কমিটি গঠন করা দরকার হবে বলে আমি মনে করি।

থোয়াইচিং মার্মা

আমাদের সমাজের মদ জুয়া থাকায় আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে। সমাজে অনিয়ম হচ্ছে। এজন্য সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে।

থোয়াইহ্লাচাই মার্মা

মদ, জুয়া বন্ধ বিষয়ে যুবকদের বেশি দায়িত্ব দেয়া ঠিক হবে না। কেননা, যুবকরা একটা করতে গিয়ে আর একটা করলে সমস্যা হবে। যুবকদের সাথে পাড়া মুরুব্বীদের থাকতে হবে। আমাদের চার পাড়াতে মদ, জুয়া চলে। এগুলি বন্ধ করতে একা একা সম্ভব নয়। কমিটির মাধ্যমে সম্ভব হবে।

চাইহ্লাপ্রু মার্মা, প্রধান শিক্ষক, সাউপ্রু কার্বারী পাড়া

সংবিধান বিষয়ে পার্টির প্রতিনিধিরা বলে গেছেন। পার্টির খসড়া দাবির কপিটা আমি আরো ভালো করে পড়ে নেবো। পড়ে আমি মতামত দেবো।

মদ, জুয়া, তামাক চাষের বেলায় আমরা মুরুব্বীরা ঠিক হলে সব বন্ধ হয়ে যাবে। আজ এখানে উঠে আসার ফলে আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষার অভাবে এসব হচ্ছে। আমরা সবাই শিক্ষিত হলে এসব হতো না।

বদানালা পাড়া

২২ আগস্ট, রবিবার, দুপুর ১:৩০ টার সময় স্থানীয় বদানালা পাড়ায় পশ্চিম ক্যায়াংঘাট, লেমুছড়ি, মধ্যম লেমুছড়ি ও বদানালা পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পার্টি প্রতিনিধি অংসোচিং। সভায় আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ : ১। সার্বিক পরিস্থিতি, ২। সামাজিক শৃঙ্খলা ৩। সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে
৪। বিবিধ (পরিবেশ, তামাক চাষ, ভিলেজ কমিটি, নারী এবং যুব কমিটি ইত্যাদি)।

সভার সভাপতি উপরোক্ত আলোচ্য সূচি ও সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পার্টির খসড়া দাবিনামা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, দাবিনামার কপি পড়ে শোনান এবং ব্যাখ্যা করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সুপ্রীতি চাকমা, মেম্বার, পশ্চিম ক্যায়াংঘোট

আজকে আমি পার্টি প্রতিনিধির বক্তব্য শুনে খুশি হয়েছি। পার্টির দাবির সাথে আমি একমত।

ম্যানুয়েল চাকমা, মেম্বার, বদানালা

পার্টির দাবিটা হচ্ছে জনগণেরই দাবি। এই দাবি পার্টি এবং জনগণের দাবি। এই দাবিটার সাথে আমি একমত আছি। তবে কিছু শব্দ পরিবর্তন করলে আমার মতে সুবিধা হবে। যেমন-"ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী" পরিবর্তে 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তার অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী' দেয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমরা সংখ্যার দিক দিয়ে কম সেহেতু সংখ্যালঘু। আর ক্ষুদ্র অর্থ ছোট/চিকন। আমরা ছোট জাত/ছোট জাতি/চিকন জাতি হতে পারি না। দাবির ৬ নাম্বারে পঞ্চম ভাগে ৬৫ নং অনুচ্ছেদের (২) দফার পর "২ক" দফা সংযোজন : এখানে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি আসনের সাথে মহিলাদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসন দরকার।

নয়না দেবী চাকমা, মেম্বার, লেমুছড়ি

বাংলাদেশ সরকার আমাদের জাতিসত্তাকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয় নাই। সংবিধানে স্বীকৃতি না থাকায় আজ আমাদের এই অবস্থা। আমাদের ব্যাপারে কোন সরকার আন্তরিক নয়। আর বর্তমান সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছা নেই। আর অন্যদিকে আমাদের পার্টি দুই-তিন ভাগে বিভক্ত। এখানে একটা পার্টি হলে সুবিধা হতো। পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করে নারীদের পুরুষের পাশাপাশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা দরকার। যেখানে পুরুষরা পারবে না, সেখানে নারীরা পারবে। আজকে আলোচনায় পার্টির প্রতিনিধি যে কথা বা যে দাবিগুলি তুলে ধরেছেন তা যুক্তিযুক্ত। এই দাবি যেহেতু জনগণের মঙ্গলের জন্য সেহেতু সকলেই পার্টির এই দাবিটার সাথে একমত হবেন এবং সমর্থন করবেন।

অবণী কুমার চাকমা, মেম্বার, লেমুছড়ি

আমরাতো পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচি/অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। যে সব জায়গা থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না তাদের সাথে আলোচনায় বসে তাদের কাছ থেকে মতামত নেয়া দরকার। সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পার্টি কর্তৃক যে দাবি তুলে ধরা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত। এই দাবিটার সাথে আমি একমত।

হেমন্তের তালুকদার, লেমুছড়ি

সন্তু লারমার ভুলের জন্য আজ আমাদের এ দুরাবস্থা। তামাক চাষটা পরিবেশের জন্য খারাপ, তাই পুরোপুরি বন্ধ হওয়া দরকার। তামাক চাষ পার্টি কর্তৃক বন্ধ করায় খুশি হয়েছি।

অমিয় কান্তি চাকমা, বদানালা

সংবিধান কি জিনিস তা আমাদের অজানা ছিল। অতীতে জেএসএস সংবিধান বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। সংবিধান সংশোধনের বেলায় বা পার্টির কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্টিকে যা যা সহযোগিতা করার দরকার আমি তা করবো। খসড়া দাবির ৬ নাম্বারে পার্বত্য তিন জেলার তিনটি সংসদীয় আসনের সাথে মহিলাদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসন যোগ করলে আমার মতে ভাল হবে।

রিপন জ্যোতি চাকমা, প্রাক্তন মেম্বার, বদানালা

সংবিধান বিষয়ে অতীতে কোন সভাতে আমরা শুনি নাই। আজকে আলোচনা সভাতে আমরা জানতে বা শুনতে পেরেছি। সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পার্টি যে দাবি পেশ করতে যাচ্ছে সে দাবির সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

সামাজিক শৃঙ্খলার বেলায় এলাকার জনগণ মুরুব্বীদের কথা শুনে না। তারা পার্টির কথা শুনে। ভূমি সংক্রান্ত মামলায় বাঙালীরা ভয় করে না। কারণ সেনারা তাদের সাথে আছে। বাঙালীরা অনেক সময় আমাদের উপর অন্যায় করলে (সেনারা) আমাদের সামনে (বাঙালীদেরকে) ২/১টা মারধর করলেও তারা ভিতরে ভিতরে এক।

পার্টি চালাতে গঠনতন্ত্র লাগে। আমরা সমাজের মুরুব্বী। সমাজ চালাচ্ছি গঠনতন্ত্র ছাড়া। বিচার-আচার মানবিক দৃষ্টিতে করে থাকি।

শান্তি রতন চাকমা, সাবেক জেএসএস সদস্য, লেমুছড়ি

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক। তবে মত পার্থক্য ভিন্ন হতে পারে। আমি সংঘাত বা হানাহানি চাই না। হানাহানি বন্ধের জন্য পরামর্শ পার্টি প্রতিনিধির কাছে। আমি অনেক বছর যাবত জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গলে ঘুরেছি।

সন্তু গ্রুপ জীপতলীতে নিরীহ লোকজনকে গ্রামছাড়া করেছে

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি: সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা রাঙামাটি সদর উপজেলার জীপতলী ইউনিয়নের ধুল্যাতলী গ্রামের দুই পরিবারকে এলাকা-ছাড়া করেছে। গত ১১ আগষ্ট এ ঘটনা ঘটে।

তাদের এক নিকট আত্মীয় ইউপিডিএফ এর সদস্য হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

যারা এলাকা-ছাড়া হয়েছেন তারা হলেন বিরাজ চন্দ্র চাকমা (৬৫) ও তার ছেলে স্বপন কুমার চাকমার পরিবার। তারা বর্তমানে দিঘীনালার ২ নং বোয়ালখালি মৌজায় কড়ইতলি গ্রামে তাদের আত্মীয় দয়াল চাকমার বাসায় পরিবারসহ বাস করছেন।

সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তাদেরকে ঘরবাড়ি, বাগান বাগিচা ও ক্ষেত খামার ফেলে আসতে হয়েছে।

সন্তু গ্রুপের সুনির্মল দেওয়ান ও ধনমুনি চাকমা ওরফে ভরত এর নেতৃত্বে ৭-৮ জনের একটি দল তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এলাকা-ছাড়া করে।

বিরাজ চন্দ্র চাকমার ছেলে তপন চাকমা ইউপিডিএফ-এর একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি ২০০৯ সালের এপ্রিলে ইউপিডিএফ-এ যোগ দেন। এর আগে তিনি জেএসএস-এর সদস্য ছিলেন। সন্তু গ্রুপের সুবিধাবাদী ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে একাত্ম হতে না পারায় তিনি ইউপিডিএফ-এ যোগ দেন। সেই পর থেকে তিনি একনিষ্ঠভাবে ইউপিডিএফ এর পক্ষে কাজ করে আসছেন।

খাগড়াছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ৫ সদস্য আটক

৩০ আগস্ট তিন সংগঠনের যৌথ সম্মেলন শেষে বিলাইছড়ি ফিরে যাওয়ার পথে খাগড়াছড়ি গাড়ি স্টেশন থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার ৫ সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এরা হলেন মংপ্রু মার্মা (২২) পিতা- মংসোলাই মার্মা, গ্রাম বাঙ্গালকাবা, রাজীব চাকমা (১৯), পিতা ইঙ্গোলা চাকমা, রাজধনকছড়া, সমর জীবন চাকমা (২০), পিতা-ভোলা চাকমা, গ্রাম-রাজধনক ছড়া, রুবেল চাকমা (১৮), পিতা শুভলাল চাকমা, রাজধনক ছড়া ও মিঠুন চাকমা (১৮), পিতা অজ্ঞাত। সবার উপজেলা বিলাইছড়ি।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদর থানায় প্রায় ২০ ঘন্টা আটক রাখার পর ৩১ আগস্ট ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান ও কার্বারী সম্মেলনে আলোচকদের বক্তব্য

গত ২৭ আগষ্ট খাগড়াছড়িতে হেডম্যান ও কার্বারীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ঘোষণা ও দাবি অনুমোদিত হয় এবং সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত সংসদীয় কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। নীচে সম্মেলনে আলোচকদের বক্তব্যের মূল অংশ তুলে ধরা হল:

সচিব চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য, ইউপিডিএফ

আজকের সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বহু বছর ধরে নির্যাতিত-নিপীড়িত। কোন সরকারের সময়ে আমরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম না। তাই আজ আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করবো তা আগামী দিনের জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান সরকার আমাদের দাবি বিষয়ে কতটুকু গুরুত্ব দেবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই আজ হেডম্যান ও কার্বারী সম্মেলনের মাধ্যমে যে দাবিগুলো তুলে ধরা হচ্ছে সে বিষয়ে যদি আরো সংযোজন-বিয়োজন করার প্রয়োজন হয় তাহলে নি:সংকোচে তুলে ধরা উচিত। বর্তমান সরকার সংবিধান সংশোধনের জন্য যে সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে মূলত তাদের কাছেই আমরা আমাদের দাবিনামাগুলো উত্থাপন করবো। কাজেই সচেতনতার সাথে, চিন্তাভাবনা করে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশ সংবিধান সম্পর্কে কমবেশি সকলের ধারণা আছে তা আমি মনে করি। আমরা জানি '৭২-এর সংবিধান ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে রচনা করা হয়। আপনারা বিবিসি সংবাদের ভিত্তিতে নিশ্চয় জানতে পেরেছেন এরশাদ সরকারের আমলে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজন করা হয়েছে। যা বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক।

লক্ষণীয় বিষয় যে, পাহাড়িদের ভূমির ক্ষেত্রে প্রথাগত ভূমি মালিকানা বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান ভূমি কমিশনের যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমি জরিপের উদ্যোগ তা আমাদের জন্য কতটুকু মঙ্গল বয়ে আনবে এ বিষয়ে না বোঝার কোন অবকাশ নেই।

চুক্তি বাস্তবায়নের নামে আজকে সরকার আমাদের সাথে খেলা খেলছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার পাহাড়িদের সাথে লুকোচুরি খেলায় রত।

দীপংকর দেওয়ান, সভাপতি, দিঘীনালা হেডম্যান এসোসিয়েশন

সংবিধানের যে মৌলিক অধিকার তা গণ পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত হিয়। লিখিত পাঠের মাধ্যমে (সম্মেলনের ঘোষণা ও দাবি) আমি যা বুঝতে পেরেছি তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। আমাদের মৌলিক অধিকার যেন আমরা রক্ষা করতে পারি এজন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনসহ সকল দাবিনামার প্রতি আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সবাইকে এই দাবি বাস্তবায়ন করার তাগিদ অনুভব করছি।

বিষিসার খীসা, শিক্ষক পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। কারণ আজকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে এ সম্মেলন তার তাৎপর্য অপরিসীম। সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে যে সংবিধান সংশোধনী আনা হবে এর মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের দাবিগুলো উপস্থাপন করতে পারি তবেই আগামীতে আমরা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো।

আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি তারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এখানে সমবেত হয়েছি তাদের সকলের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেকে মতামত প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এটাই প্রত্যাশা করি। যে দাবিগুলো উত্থাপন করা হচ্ছে কেবল তা সমর্থন করলেই চলবে না, এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সকলকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে আমাদের সবাইকে এই দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এখন আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। এলাকায় এলাকায় এই দাবিগুলো বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে হবে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে আমি অত্যন্ত ধন্য মনে করছি। পেরাছড়া স্কুল মাঠ থেকে আন্দোলনের যে বীজ সূচিত হলো আগামীতে এটা বেগবান করে সফল হবে এই প্রত্যাশা রাখি।

শান্তি জীবন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক, শরণার্থী কল্যাণ সমিতি

সর্বপ্রথমে আমি দাবিনামার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করছি। আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই তবে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে হবে। প্রতিবাদ, সংগ্রাম, আন্দোলন এগুলোই আমাদের বেঁচে থাকার উপায়। এছাড়া আর কোন পথ নেই। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

সুসময় চাকমা, দিঘীনালা

আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বক্তব্য নয় শপথ নেয়ার দিন-ই হচ্ছে আজ।

দ্বিতীয় অধিবেশন: দুপুর : ১:৪৫ টা

আলোক বিকাশ চাকমা, কার্বারী, বাঘাইছড়ি

অধিকার আদায়ের জন্য এই সম্মেলনের মাধ্যমে উত্থাপিত দাবিনামার প্রতি আমি জোর সমর্থন জানাচ্ছি।

সাজেই মার্মা, চেয়ারম্যান, মাইসছড়ি ইউপি

বাঙালি গুচ্ছগ্রামের পাশাপাশি যারা থাকেন তারা বুঝেন কি ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর্মিদের দ্বারাও আমাদের অনেক সমস্যা হয়। লেমুছড়ি, বদানালার জায়গাগুলো রক্ষার চেষ্টায় তখন আমরা আন্দোলন করতে চাইলে আর্মিরা বাধা প্রদান করে। খারাপ ব্যবহার করে আমাদের সাথে। কাজেই আজকে এ সম্মেলনের মাধ্যমে যে দাবিগুলো উত্থাপিত হচ্ছে তা আমাদের জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবি। আমরা জানি যতদিন আর্মিরা থাকবে ততদিন সমস্যা হবে। এর থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

বিভাবসু দেওয়ান, চেয়ারম্যান, পেরাছড়া ইউপি

আজকে এই সম্মেলনে এই বয়সে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। আমার জীবিত অবস্থায় যেন আমি এর সুফল দেখে যেতে পারি সেই কামনায়। ধন্যবাদ সবাইকে।

ঝিমিত চাকমা, সদস্য, কার্বারী এসোসিয়েশন, দিঘীনালা

এ ধরনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখার অভিজ্ঞতা আমার নেই। বক্তব্যের মধ্যে যদি ভুল হয়ে থাকে সকলের নিকট মা চাচ্ছি। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায় করতে পারবো। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

অনিল চন্দ্র চাকমা, মেঘার, পানছড়ি

সর্বস্তরের জনগণকে পানছড়ি এলাকার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ ধরনের মহৎ কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমেই আমরা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবো। শত ব্যস্ততার মধ্যেও যারা জাত রক্ষার কর্মসূচিগুলোতে উপস্থিত থাকেন তাদের বার বার ধন্যবাদ জানাই।

সমাজে এমন অনেক সুবিধাবাদী ব্যক্তি রয়েছেন যারা আন্দোলনকারীদের মিছিল-মিটিং করতে দেখলে মুখ লুকিয়ে মুচকি হাসি হাসেন, তাদের নিন্দা জানাই। আমাদের মতো ভারতের এমক অনেক জাতি রয়েছে যারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছেন। আমাদের সে ধরনের সংগ্রামী হতে হবে।

আমাদের অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, সংবিধানে আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। এজন্য আমাদের সংগ্রামের বিকল্প নেই। গত ১৯, ২০ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর খাগড়াছড়িতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। শুধু ইউপিডিএফ-এর প্রতি তাকিয়ে থাকলে চলবে না। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে শেষ করছি।

সমর বিকাশ চাকমা, হেডম্যান, পানছড়ি

ঐতিহাসিক সম্মেলনের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তাবলী গৃহীত হবে তা বাস্তবায়নের জন্য সবার প্রতি আমি সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। বৃটিশ সরকারের সময়ে যদি আমাদের পূর্বপুরুষরা সচেতন হতেন তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থা হতো না। তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আজ আমাদের এই করুণ পরিণতি।

বাংলাদেশ সংবিধান ১৪ বার সংশোধিত হলেও কোন বারই আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কাজেই এখন যে সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা চলছে এতে আমাদের গুরুত্ব সহকারে দাবি উত্থাপন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ইউপিডিএফ-এর সাথে আজ হতে আমি আমার এলাকার জনগণকে সাথে নিয়ে অংশ গ্রহণ করবো। এ সম্মেলনের মধ্যেমে যে দাবিনামা তুলে ধরা হচ্ছে আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি।

ধীমান খীসা, সমাজ সেবক ও বিশষ্ট ব্যবসায়ী, খাগড়াছড়ি

'৭২-এ যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তাতে আমাদের কোন স্বীকৃতি বা উল্লেখ নেই। এম.এন লারমার মাধ্যমে আমাদের দাবি উত্থাপিত হলেও সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই আমাদের দাবির প্রতি গুরুত্ব দেয়নি। কাজেই আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না হই তবে আমরা কিছুই করতে পারবো না।

আজকে যে সমস্ত মুরুব্বীরা এখানে উপস্থিত তারা প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করে বিধায় আজকে এটা প্রমাণিত যে, এই সম্মেলনে আপামর জনগণের সম্পৃক্ততা রয়েছে। আমাদের সংগ্রাম সফল হোক। ধন্যবাদ।

রবি শঙ্কর তালুকদার, সভাপতি, ঠিকাদার কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি

আজকের আয়োজনটা যারা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় আমি শান্তি বাহিনীতে কাজ করেছিলাম। বিপ্লবীদের বা সংগ্রামীদের রক্ষার জন্য গ্রাম্য ব্যক্তিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটু বৃষ্টি হলেও আমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূমি সব কিছুই হচ্ছে মৌলিক অধিকার। একটা মানুষের ভূমি না থাকলে সে যাযাবর। এখানে বাংলাদেশ সরকার আমাদের ভূমি কেড়ে নিচ্ছে সেটলার বাঙালীদের বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে।

ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে প্রথাগত মালিকানা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। অর্থাৎ আজ আমাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এটা বাস্তবায়নে এ সরকার কতটুকু উদার তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কাজেই এখন দেখা যাচ্ছে সরকার আমাদের ব্যাপারে উদাসীন।

তাই এখন আর আমাদের বসে থাকার সুযোগ নেই। আজকে গ্রামের প্রতিনিধি যারা এসেছেন তাদেরকে অনেক ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রমোদ বিকাশ রোয়াজা, হেডম্যান দেরুং মৌজা, দিঘীনালা

আজকের যে সম্মেলন এই সম্মেলনে আমাকে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য। আজকের সম্মেলনের মাধ্যমে যে দাবি তা সংবিধানে সংযোজিত হলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হবে।

গোপাদেবী চাকমা, হেডম্যান ও ইউপি সদস্য, দিঘীনালা

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে আমাদের দাবিনামা কেন উত্থাপন করা দরকার তা সকলের জানা। সংবিধানে আমাদের স্বীকৃতি না থাকায় আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। সংগ্রাম যদি না হতো তবে আজ আমাদের পরিচয় কি হতো?

গতকাল দিঘীনালা আর্মি ক্যাম্পে আমাদের ৮ জনকে ডেকে বলা হয়েছে- জেএসএস, ইউপিডিএফ হচ্ছে সন্ত্রাসী। এদের মোকাবিলার জন্য আমাদের পরামর্শ দিন। আমি মনে করি আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

শান্তিবাহিনী এবং ইউপিডিএফ উভয়ের কাছে আমাদের দাবি- পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পরিহার করুন। আপনারা ঐক্য হলে আমরা একমত হতে পারবো। তাই আমার আহ্বান- আগুয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি নয় আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের এমপি নির্বাচিত করতে হবে।

আমাদের অনেক হেডম্যান আছেন যারা বাঙালিদের থেকে টাকা পেলে জমি দিয়ে থাকেন। নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। সেজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে সবার আগে।

চিত্তরঞ্জন চাকমা, কার্বারী, বাঘাইছড়ি

পাকিস্তান আমল থেকে আমরা সাজেক এলাকায় বসতি স্থাপন করি। ২০০৮ সালে সেটলাররা আমাদের বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। শুধু তা নয়, বাড়িঘরে আগুন লাগানোসহ আরো নানা ধরনের নির্যাতন আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। মূলত পার্টির কল্যাণে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এর পেছনে (হামলায়) সেটলারদের সহযোগিতা দিয়েছে আর্মিরা।

যতিন বিকাশ চাকমা, কার্বারী, দিঘীনালা

আজকের এই মহান সম্মেলনে আগত মুরুব্বী সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি। এই সম্মেন অত্যন্ত সময়োপযোগী। সংবিধান কি? সংবিধান হলো একটা রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালত হবে তার নির্দেশনা। এই সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সেভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মেঘালয়ের আদিবাসীরা যে অটোনোমি (Autonomy) পেয়েছে তা অনেক শক্তিশালী। এমনকি ত্রিপুরাতেও একই অবস্থা।

অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের যা যা করণীয় আগামী (সংসদ) অধিবেশনের আগে যদি আমরা দায়িত্ব পালন বা ভূমিকা না রাখি তবে আমাদের অবস্থা আরো করুণ হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এখন আমদের যা করতে হবে তা হচ্ছে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা।

ইন্দু বিকাশ চাকমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী, দিঘীনালা

কথা হচ্ছে ভূমি অধিকার। ভূমি অধিকার না থাকলে একটা জাতি কিভাবে টিকে থাকবে? কিন্তু এই সমস্যা কিভাবে সৃষ্টি? সন্ত লারমারা সে সময় বন্দোবস্তি না করতে বলেছিলেন অর্থাৎ নেতাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আজ আমাদের এ অবস্থা।

অজিত বরণ চাকমা, প্রধান শিক্ষক, পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়

আজকের এই ঐতিহাসিক মহতি সভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মান বোধ করছি। '৭২-র সংবিধানে আমাদের অধিকারের প্যারান্টি নেই। এই দাবি আদায়ের জন্য যে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস তা আমাদের সকলের জানা। আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের যে দাবি তা পূরণের মাধ্যমে সরকার আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

১ম বর্ষ ॥ ৭৮ম সংখ্যা ॥ ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

নান্যাচরে আটক তিন নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: ২৪ আগষ্ট॥ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর উদ্যোগে ২৩ আগস্ট নান্যাচরে আটককৃত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিকাল ৪.০০টায় রাঙামাটি জেলার নান্যাচরসহ খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলায় একযোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আটককৃত নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, গতকাল সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করার প্রাক্কালে সেনাবাহিনী বিনা কারণে নান্যাচর থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের তিন নেতাকে গ্রেফতার করে শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং পরে নান্যাচর থানায় হস্তান্তর করে। এর আগে তাদের নামে থানায় কোন মামলা না থাকলেও তাদের ছেড়ে না দিয়ে পুলিশ ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে তাদের রাঙামাটির জেল হাজতে প্রেরণ করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক কর্মসূচির উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আচরণ করছে।

বক্তারা অবিলম্বে আটককৃত নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান এবং যদি মুক্তি দেয়া না হয় তাহলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজকে নিয়ে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

নান্যাচর

বিকেল ৪টায় নান্যাচর উপজেলার রেস্ট হাউজ থেকে কয়েকশ ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনতা আটককৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শুরু করে। মিছিলটি টিএনও অফিসের পিছনে পৌছলে আর্মি ও পুলিশ মিছিলকারীদের বাধা দেয়। এ সময় আর্মি, পুলিশ, টিএনও এবং উপজেলা চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সাদা পোশাকে একদল আর্মিও মুগুর হাতে মিছিলকারীদের ঘিরে রাখে । এ সময় আর্মি ও পুলিশ মিলে মিছিলে আসা লোকজনকে বহনকারী ইঞ্জিন বোট চেক করে হয়রানি করে। পরে সেখানেই এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিছিলকারীদের পক্ষ থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা বিদ্যু চাকমা বক্তব্য রাখেন।

সর্বশেষ: গ্রেফতারকৃত তিন পিসিপি নেতা ২৯ আগস্ট জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

মহালছড়ি

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতেও নান্যাচরে আটককৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। মিছিলটি মহালছড়ির ব্রিজ পাড়া থেকে শুরু হয়ে থানার সামনে এলে পুলিশ আটকিয়ে দেয়। পরে সেখানেই এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা ও মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক উদাময় চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি নিতু চাকমা ও সদস্য দুনছন চাকমা। মিছিলে প্রায় ৮শ'র অধিক ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা অংশগ্রহণ করেন।

মানিকছড়ি

নান্যাচরে আটককৃত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতেও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মানিকছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মানিকছড়ি কলেজ থেকে শুরু হয়ে উপজেলা মাঠে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মার্মা বক্তব্য রাখেন।

পানছড়ি

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ২য় পাতায় দেখুন

নান্যাচরে আটক এইচডব্লিউএফ ও পিসিপির নেতাকর্মিদের মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে তিন সংগঠনের বিক্ষোভ, ৩০ আগস্ট

সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বীকৃতির দাবিতে চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ এর সমাবেশ

সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বীকৃতির দাবিতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ২৯ আগষ্ট রবিবার চট্টগ্রামে সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেছে।

বিকেল সোয়া পাঁচটায় জামাল খানস্থ প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তরা বলেন বাহাত্তরের সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি না দেয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশক ধরে রক্ত ঝরেছে। এবারে সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত সংসদীয় কমিটি যদি জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব না করে ও সংসদ তা পাশ না হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে যাবে। বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার ও অপারেশন উত্তরণ বন্ধের দাবি জানান। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন করে এই আইনকে ভূমি সমস্যা সমাধানের উপযোগী করতে হবে। বহিরাগতদেরকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মেনে নেবে না বলেও তারা উল্লেখ করেন।

সমাবেশে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট জুলন ভৌমিক বলেন, "সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে যে রায় দিয়েছে সে রায় কার্যকর করতে সরকার একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি এখন সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপারিশমালা তৈরি করছে। ইউপিডিএফ এই কমিটির কাছে পেশ করার জন্য যে খসড়া দাবি উত্থাপন করেছে সেগুলো অত্যন্ত যৌক্তিক এবং এর সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি।"

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা অর্পন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন সুপ্রীম চাকমা।

সমাবেশের পর ইউপিডিএফ একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে আরো একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে ইউপিডিএফ-এর পোস্টারিং

ইউপিডিএফ ও তার অন্তর্ভুক্ত তিন সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর যৌথ উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় একযোগে হাতে লেখা পোস্টার টাঙানো হয়েছে। ২৮ আগস্ট রাত থেকে শুরু হওয়া এই পোস্টারিং কর্মসূচী ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত চলবে। ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা সদরসহ মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, মহালছড়ি, দিঘীনালা, রাঙামাটি জেলার নান্যাচর, কাউখালী, কুদুকছড়ি, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি ও বান্দরবানের জেলা সদরে ব্যাপক পোস্টারিং করা হয়েছে।

বান্দরবানে ২৮ তারিখ রাতে পোস্টারিং করার সময় জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর সদস্যদের ওপর চড়াও হয় ও লাগানো সমস্ত পোস্টার ছিড়ে দেয়। এছাড়া ২৯ আগষ্ট সকালে মাটিরাঙ্গা উপজেলার হাসপাতাল ও ১০ নম্বর এলাকায় ইউপিডিএফ-এর লাগানো পোস্টার সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ছিড়ে দিয়েছে। একই দিন বিকেলে গুইমারার বাইল্যাছড়ি সাইনবোর্ড দোকান এলাকা ও স্কুল পাড়ায় লাগানো পোস্টারও সেনাবাহিনী ছিড়ে দেয়।

ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা সন্তু গ্রুপ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক পোস্টার ছিড়ে দেয়ার নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পোস্টারে লেখা দাবিগুলো হলো: পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা কর, সংবিধানে জাতিসত্তা ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধ কর, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা-সেটলার প্রত্যাহার কর, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে ২য় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখা যাবে না, দেশে প্রকৃত নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার চাই, ২য় শ্রেণীর নাগরিক নয়, চাই জাতিসত্তার স্বীকৃতি, র‍্যাব মোতায়নের ষড়যন্ত্র বন্ধ কর, পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনা শিবির বানানো চলবে না ইত্যাদি।

নান্যাচরে জোনের গেট খুলে না দেয়ায় পিন্ডচরণ করতে পারেনি ভিক্ষু শ্রমণরা

নান্যাচর প্রতিনিধি: গত ২৫ আগস্ট ২০১০ প্রতিদিনের ন্যায় সকাল ৬টায় রাঙামাটি জেলার নান্যাচর রত্নাঙ্কুর বনবিহারের ভিক্ষু শ্রমণরা পিন্ডচরণ করতে বিহার থেকে বের হন।

কিন্তু অন্যান্য দিন সেনারা জোনের গেট খুলে দিলেও সেদিন তারা ভিক্ষু শ্রমণদের দেখেও গেট খুলে দেয়নি। ভিক্ষু শ্রমণরা এক ঘন্টার কাছাকাছি অপেক্ষা করার পরও সেনারা গেট খুলে না দিলে তারা খালি ছাবেক (ভিক্ষার পাত্র) নিয়ে বিহারে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ভিক্ষু শ্রমণরা রত্নাঙ্কুর বনবিহার থেকে মাষ্টার পাড়ায় পিন্ডচরণ করতে বের হয়েছিলেন। যারা পিন্ডচরণ করতে বের হন তারা হলেন- ১. রত্নপ্রিয় থ্রি, ২. শিলানন্দ থ্রি, ৩. সমাদি আলো থ্রি, ৪. ধর্মস্মৃতি শ্রমণ, ৫. ত্রিসত্য শ্রমণ, ৬. উপানন্দ শ্রমণ, ৭. মৈত্রী কল্যাণ শ্রমণ।

সেনারা কি কারণে গেট খুলে দেয়নি তা জানা যায়নি। তবে ইদানিং নান্যাচর জোনের সেনাদের নিপীড়ন-নির্যাতন ও হয়রানির মাত্রা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে এটা করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছেন।

প্রসঙ্গত, নান্যাচর জোনের গেটটি থাকার কারণে জনগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কারণ গেটটি সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বন্ধ রাখে সেনা কর্তৃপক্ষ। এ কারণে জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলেও এ সময়ের মধ্যে কেউ বাজারে কিংবা হাসপাতালে বা আত্মীয়ের বাসায় পাহাড়িরা যেতে পারে না।

এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার জনগণের মনে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এলাকাবাসী এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার ও সেনাবাহিনীর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইউপিডিএফ-ভুক্ত তিন গণতান্ত্রিক সংগঠনের যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিসহ ৫ দফা রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুমোদিত

ইউপিডিএফ-ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর উদ্যোগে ৩০ আগস্ট এক যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সকাল ১১ টায় শুরু হওয়া দিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কংচোচিং মারমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা ও সম্মেলন পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা। সম্মেলনে প্রস্তাবনা পাঠ করেন মিঠুন চাকমা।

বক্তারা সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান।

সম্মেলন থেকে বক্তারা ২৯ আগস্ট রাঙামাটি জেলার নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ-এর অফিসে হামলা চালিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও ২য় পাতায় দেখুন